68

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 13 1999
পৃ ৪ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিচর্চা না জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র?

আমার ছোট ভাই সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। আগামী আগস্টে তার ক্লাস শুরু হবে। ঢাকাতে আমাদের আত্মীয়স্বজন না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত নেই তাকে হলে উঠতে হবে। আর এজন্য সে হলে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ করার পর সে জানতে পারে তাকে হলে উঠতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তগুলো হলো : ক. রাজনীতিতে সময় দিতে হবে। খ. হল পাহারা দিতে হবে। গ. নিয়মিত মধুতে যেতে হবে। ঘ. নিয়মিত মিছিলে যেতে হবে।

উপরোক্ত শর্তের অন্যথা তাকে হলে উঠতে দেওয়া হবে না। আমার প্রশ্ন হলো একজন ছাত্র যদি এতোগুলো শর্ত পূরণ করে তাহলে পড়ালেখা করার সময় পাবে কোথায়? হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে প্রথম বর্ষে ছাত্রদের সিট বরাদ্দ দেওয়া হয় না। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি করার শর্তে হলে সিট দেওয়া হচ্ছে অথচ একটি ছেলে পড়ালেখা করতে চাইলে তাকে হলে সিট দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় উপাচার্যের কাছে আমার অনুরোধ, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের বর্তমানে রাজনীতি করার শর্তে হলে ওঠানো হচ্ছে কিন্তু এখানে পড়ালেখা করতে হবে এই শর্তে কি প্রথম বর্ষের ছাত্রদের অবস্থান করতে দেওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একটি গ্রামের দরিদ্র সন্তানকে নানা সমস্যায় পড়তে হয় লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য। ফলে তাকে করতে হয় টিউশনি কিংবা খণ্ডকালীন চাকরি। মেনে নিতে হয় রাজনীতিনির্ভর হল জীবন। গ্রামের ঐ সহজ-সরল ছেলেটিকে হয়তো যেতে হয় মিছিলে, ধরতে হয় অস্ত্র। এ ছাড়াতো তার গত্যন্তর নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ ছাত্ররাজনীতিকে কি জাতীয় রাজনীতি থেকে ছিন্ন করা যায় না। আমার প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় কি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র না রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র?

হেলেন
তৃতীয় বর্ষ (সম্মান)
অর্থনীতি বিভাগ
ইডেন কলেজ, ঢাকা।